মাদানী কায়দা

নবীনদের ক্বেরাত শিক্ষা

মসজিদে নববীর কুরআনুল কারীম ও ইলমী
মুতূন-এর হালাকাসমূহের পাঠ্যক্রম

ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম
মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

باللغة البنغالية

মাদানী কায়দা

নবীনদের ক্বেরাত শিক্ষা

মাদানী কায়দা
নবীনদের ক্বেরাত শিক্ষা

মসজিদে নববীর কুরআনুল কারীম ও ইলমী
মুতূন-এর হালাকাসমূহের পাঠ্যক্রম

ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম
মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টিকুলের রব। দরুদ ও সালাম বর্ষণ হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ এবং তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর উপর।

অতঃপর:

এ জাতি ইল্‌ম অর্জনের মাধ্যমেই মর্যাদাবান হয়েছে; এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেই সর্বপ্রথম আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾[العلق: ١]

অর্থ: "তুমি পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" আর যেহেতু ইল্‌ম অর্জনের অন্যতম মূল ভিত্তি হল 'ক্বেরাত'; তাই আমি এর সকল মৌলিক বিষয়গুলো একত্রিত করেছি এবং সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ক্বেরাতের উপর দক্ষতা অর্জন এবং স্বল্প সময়ে শিক্ষা লাভের বিষয়কেও গুরুত্ব দিয়েছি। এ বইয়ের নামকরণ করেছি: **"মাদানী কায়দা- নবীনদের ক্বেরাত শিক্ষা"**

আল্লাহর কাছে কামনা করছি, তিনি যেন এর দ্বারা উপকৃত করেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী মুহাম্মাদ এর উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন এবং তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর উপরেও।

ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম
মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব
১৪৪১ হিজরী সনে ঈদুল আযহার দিনে এটি সমাপ্ত করেছি।

বইটিতে আমি যা করেছি:

১. বইটিকে আরবী ভাষাজ্ঞানের আলোকে তাত্ত্বিকভাবে রচনা করেছি।

২. ছাত্রদের প্রয়োজনীয় সকল মূলনীতি ও পদ্ধতি সংযোজন করেছি।

৩. পাঠসমূহের আগে হরফগুলোর চিত্র, সেগুলোর নাম এবং স্বর বা ধ্বনি সম্পর্কিত একটি (প্রারম্ভিকা) তৈরি করেছি।

৪. বইটিকে তেরটি (১৩) অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি, অধিকাংশ অধ্যায়ে একাধিক পাঠ রয়েছে।

৫. বইটি সাজাতে ক্রমবিন্যাস ও শিক্ষাদানে ক্রমোন্নতি নীতি লক্ষ্য রেখেছি।

৬. পাঠসমূহের পরস্পরের মাঝে মিল ও সম্পর্ক বজায় রেখেছি, যেন একজন ছাত্র পূর্বের পাঠগুলো মনে রাখতে পারে।

৭. প্রতিটি অধ্যায়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছি; যেন ছাত্ররা তা বাস্তবায়ন করতে পারে।

৮. প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য নির্ধারণ করে দিয়েছি -যেমন: পাঠের পদ্ধতি ইত্যাদি-।

৯. ক্বেরাত শিক্ষা দেয়ার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি রচনা করেছি।

১০. ক্বেরাতের কিছু পদ্ধতি শিক্ষার্থীর জন্য পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ব করা জরুরী হওয়ায় এবং তা থেকে সংশয় দূর করতে আলাদাভাবে সেগুলোর কয়েকটি অধ্যায় ও পাঠ তৈরি করেছি:

- অ. (হামযা); কেননা এ অক্ষরটি গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি প্রায়ই হরফে ইল্লতের সাথে সংযুক্ত থাকে।
- ই. (হামযা মামদূদাহ); যেহেতু এতে দু'টি হামযা অথবা একটি হামযা ও একটি আলিফ সংযুক্ত থাকে।
- ঈ. (আলিফ মাকছূরাহ); যেহেতু লেখার ক্ষেত্রে 'ইয়া'র সাথে তার মিল রয়েছে।
- উ. (হামযা কাতয়ী ও হামযা ওয়াছলী), (গোল তা) এবং (লাম কামারী ও লাম শামসী); যেন লেখায় মিল থাকলেও উচ্চারণ ও পাঠের ভিন্নতাকে যথাযথভাবে আয়ত্ব করা যায়।
- ঊ. (মাদ্দে তাবায়ী); কেননা এটা আরবী ভাষায় ব্যাপক ব্যবহৃত হয় এবং এটাকে শিক্ষার্থীর ভালভাবে জানা ও আয়ত্ব করা জরুরী।
- ঋ. (বহুবচনের 'ওয়াও' এর পরের 'আলিফ'); যেন বুঝা যায় যে, এটি বহুবচনের ওয়াও, তাই আলিফটি পাঠ করা হয় না।
- এ. (মুসহাফে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা); কুরআনে ব্যবহৃত এরকম বিশেষ চিহ্নসমূহের উদাহরণ পেশ করেছি; যেন একজন ছাত্র ক্বেরাত সংশ্লিষ্ট যেসব মুলনীতি শিখেছে সেগুলোতে বিনা দ্বিধায় কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে।
- ঐ. (০-২০) পর্যন্ত সংখ্যাসমূহ; যেন একক ও যৌগিক সংখ্যাগুলো পড়তে পারে।

১১. (শব্দমালা পাঠ) সম্পর্কিত অধ্যায়টি পাঁচটি পাঠে বিভক্ত করেছি: দুই শব্দ থেকে চার শব্দ পর্যন্ত। তারপর বাক্য পাঠ, তারপর একাধিক বাক্য দ্বারা গঠিত ছোট রচনা।

১২. পাঠসমূহ শুরু করেছি প্রথমত 'যবর' দিয়ে, তারপর 'যের' দিয়ে, তারপর 'পেশ' দিয়ে। কেননা হরকতগুলোর মধ্যে উচ্চারণে সবচেয়ে হালকা হল 'যবর', এর কাছাকাছি 'যের'। এগুলোর পর 'ছাকিন' এর পাঠ।

১৩. (হরকত ও ছাকিনযুক্ত হরফসমূহ) এই অধ্যায়ের উদাহরণগুলো তিনটি হরফের শব্দে সীমাবদ্ধ রেখেছি।

১৪. দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত এগুলোর শুরুতে মূল পাঠের পাশাপাশি আরবী বর্ণমালাও উল্লেখ করেছি, তারপর উদাহরণ এনেছি।

১৫. সকল শব্দকে পূর্ণ আকৃতি দিয়ে (হরকতসহ) উল্লেখ করেছি এবং 'আলিফ' এর উপর তানভীনের দুই যবর দিয়েছি।

১৬. কুরআনুল কারীম ও হাদিসের শব্দমালা থেকে উদাহরণ পেশ করেছি; যেহেতু এ দুটো আরবী ভাষার মূল।

১৭. উদাহরণ বাছাই করার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রেখেছি যেন তা সহজে পাঠ ও বোধগম্য হয় এবং তার অর্থ স্পষ্ট হয়।

১৮. (শব্দমালা পাঠ করা) এ অধ্যায়ের উদাহরণ বাছাই করার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রেখেছি যেন সেগুলোর অর্থ দ্বীনের মূলনীতি ও আদব-আখলাক সম্পর্কিত হয়; যাতে একজন ছাত্র ইল্‌ম ও তারবিয়্যাত উভয়টিই অর্জন করে।

১৯. পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত উদাহরণগুলোতে টার্গেটকৃত হরফকে বর্ণানু-ক্রমিক পদ্ধতিতে সাজিয়েছি। এর পরেরগুলো টার্গেটকৃত হরফের আগের বা পরের হরফ অনুপাতে সাজানো হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে 'হামযা' দিয়ে আরম্ভ করেছি।

২০. উদাহরণ পেশ করার ক্ষেত্রে কোন শব্দ পুনর্বার উল্লেখ করিনি; যেন ছাত্ররা নতুন নতুন শব্দ পড়তে পারে।

২১. লিস্ট আকারে হরফ ও উদাহরণসমূহ আলাদা করেছি এবং এগুলোর লাইনকে সাদা ও সবুজ রঙে পার্থক্য করেছি।

২২. পাঠগুলোতে টার্গেটকৃত হরফ ও হরকতগুলোকে লাল রঙে চিহ্নিত করেছি।

২৩. বইটির হরফ ও শব্দসমূহের জন্য একটি আরবী অডিও প্রস্তুত করেছি; যেন ছাত্ররা বক্তব্য শ্রবণে দক্ষ হয় এবং বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারে।

২৪. এ কিতাবের পাশাপাশি হাতের লেখা শেখার জন্য একটি বিশেষ বই রচনা করেছি। বইটির নাম: (মাদানী কায়দা- নবীনদের হস্তলিপি শিক্ষা); যাতে ছাত্ররা পড়া ও লেখা উভয়টিতেই দক্ষ হয়।

মাদানী কায়দার বৈশিষ্ট্যাবলীঃ

১. বইটি আরবী ভাষাজ্ঞানের আলোকে তাত্ত্বিকভাবে রচিত।

২. ক্বেরাতের নীতিমালা ও পদ্ধতি সংবলিত।

৩. ক্বেরাত শেখার জন্য এ বইটি খুবই সহজ।

৪. ক্রমোন্নতি পদ্ধতিতে ক্বেরাত শিক্ষা অর্জন।

৫. স্বল্প সময়ের মধ্যে ক্বেরাত শিক্ষা ও আয়ত্ব করা।

৬. উদাহরণগুলো সবই কুরআন ও হাদিস থেকে নেয়া।

৭. উদাহরণগুলো সহজ ও সুস্পষ্ট।

৮. কোন উদাহরণ পুনর্বার উল্লেখ করা হয়নি।

৯. (শব্দমালা পাঠ করা) এ অধ্যায়ের উদাহরণসমূহ দ্বীনের মূলনীতি ও আদব-আখলাক সম্পর্কিত।

১০. এ কিতাবের সাথে একটি আরবী অডিও সংযুক্ত করা হয়েছে; যা বিশুদ্ধভাবে শ্রবণ ও পাঠ করতে সাহায্য করবে।

১১. এর অধীনে অনুরূপ উদাহরণ সংবলিত হস্তলিপির জন্য একটি আলাদা বই রয়েছে।

মাদানী কায়দার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যঃ

বইটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে -আল্লাহর ইচ্ছায়- ছাত্ররা নিম্নবর্ণিত দক্ষতাগুলো অর্জন করতে সক্ষম হবেঃ

- আরবী বর্ণমালা ও সেগুলোর আকৃতিসমূহ চিনতে পারা।
- আরবী বর্ণমালা ও সেগুলোর ভিন্নরূপগুলো বিশুদ্ধভাবে পাঠ করা।
- 'হরকতসমূহ ও ছাকিন'কে চিনতে পারা।
- হরকত ও ছাকিনযুক্ত হরফগুলো শুদ্ধভাবে পাঠ করা।
- তানভীন সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
- তানভীনযুক্ত হরফগুলো সঠিকভাবে পাঠ করা।
- তাশদীদ ও হরকতযুক্ত হরফগুলো চিনতে পারা।
- তাশদীদ ও হরকতযুক্ত হরফগুলো শুদ্ধভাবে পাঠ করা।
- তাশদীদ ও তানভীনযুক্ত হরফগুলো চিনতে পারা।
- তাশদীদের সাথে তানভীনযুক্ত হরফগুলো শুদ্ধভাবে পাঠ করা।
- পড়া ও লেখা উভয় ক্ষেত্রে 'হামযা কাতয়ী' ও 'হামযা ওয়াছলী'র মাঝে পার্থক্য করতে পারা।
- 'মাদ্দে তাবায়ী'র হরফগুলো চিনতে পারা।
- বহুবচনের 'ওয়াও' এর পরের 'আলিফ'কে চিনতে পারা।
- মিলিয়ে অথবা ওয়াক্‌ফ করে 'গোল তা' সঠিকভাবে পাঠ করা।
- বিশুদ্ধভাবে 'লাম কামারী' ও 'লাম শামসী' পাঠ করা।
- শব্দ, বাক্য ও রচনাসমূহ সঠিকভাবে পাঠের দক্ষতা।
- উসমানী রস্‌মের কুরআনুল কারীম পাঠ করতে পারা।
- সংখ্যাগুলো সঠিকভাবে পড়তে পারা।

কারিকুলাম স্কেল

13

ত্রয়োদশ অধ্যায়
সংখ্যাসমূহ

12

11

একাদশ অধ্যায়
শব্দমালা পাঠ

10

দ্বাদশ অধ্যায়
মুসহাফে ব্যবহৃত চিহ্নের পরিভাষাসমূহ

9

নবম অধ্যায়
'গোল তা'

দশম অধ্যায়
'লাম কামারী' ও 'লাম শামসী'

8

অষ্টম অধ্যায়
বহুবচণের 'ওয়াও' এর পরের 'আলিফ'

7

সপ্তম অধ্যায়
মাদ্দে তাবায়ী

ষষ্ঠ অধ্যায়
হামযা কাত্‌য়ী ও হামযা ওয়াছলী

6

পঞ্চম অধ্যায়
শাদ্দাহ ও তানভীনযুক্ত হরফসমূহ

5

চতুর্থ অধ্যায়
শাদ্দাহ ও হরকতযুক্ত হরফসমূহ

4

তৃতীয় অধ্যায়
তানভীনযুক্ত হরফসমূহ

3

দ্বিতীয় অধ্যায়
হরকত ও ছাকিনযুক্ত হরফসমূহ

2

প্রথম অধ্যায়
আরবী বর্ণমালা

1

প্রারম্ভিকা

শিক্ষকের জন্য

হরফের মোট সংখ্যা (২৮) টি। প্রত্যেকটির আলাদা আকৃতি, নাম ও ধ্বনি আছে; সেগুলো হল:

হরফের আকৃতি	নাম [১]	ধ্বনি
ا	আলিফ	আ [২]
ب	বা	বা [৩]
ت	তা	তা
ث	ছা	ছা
ج	জীম	জা
ح	হা	হা
خ	খা	খা
د	দাল	দা
ذ	যাল	যা
ر	রা	র
ز	যাঈ	যা
س	সীন	সা
ش	শীন	শা
ص	ছোয়াদ	ছ

হরফের আকৃতি	নাম	ধ্বনি
ض	দোয়াদ	দ
ط	ত্বোয়া	ত্ব
ظ	যোয়া	য
ع	আইন	আ'
غ	গাইন	গা
ف	ফা	ফা
ق	ক্বাফ	ক্বা
ك	কাফ	কা
ل	লাম	লা
م	মীম	মা
ن	নূন	না
ه	হা	হা
و	ওয়াও	ওয়া
ي	ইয়া	ইয়া

(১) হরফের নামগুলোকে শেষ অক্ষরে ছাকিন দিয়ে পড়তে হবে। আর মিলিয়ে পড়লে পেশযুক্ত তানভীন দিয়ে পড়বে।

(২) 'আলিফ' একটি ছাকিনযুক্ত কোমল হরফ যার পূর্বের হরফটি যবরযুক্ত হয়; তাই পূর্বের হরফের সাথে মিলিয়ে পড়া ছাড়া তার স্বর বা ধ্বনি প্রকাশ পায় না। যেমন: (بَا - تَا), এর ধ্বনি বা স্বর দুই হরকত সমপরিমাণ।

(৩) এর ধ্বনি এক হরকত সমপরিমাণ, এর পরের হরফগুলোরও একই পরিমাণ স্বর।

প্রথম অধ্যায়

আরবী বর্ণমালা

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ছাত্ররা এ অধ্যায়টি পাঠ শেষে -আল্লাহর ইচ্ছায়- নিম্নোক্ত দক্ষতা অর্জন করতে পারবেঃ

- আরবী বর্ণমালা চিনতে পারা।
- আরবী বর্ণমালা বিশুদ্ধভাবে পাঠ করা।
- আরবী বর্ণমালার আকৃতিসমূহ চিনতে পারা।
- আরবী বর্ণমালার বিভিন্ন আকৃতি ও রূপগুলো বিশুদ্ধভাবে পাঠ করা।
- 'হামযা' ও তার আকৃতিগুলো চেনা ও তা পাঠ করতে পারা।
- মাদ-যুক্ত হামযা (আলিফ মামদূদাহ) চেনা ও তা পাঠ করতে পারা।
- 'আলিফ মাকছূরাহ'কে চেনা ও তা পাঠ করতে পারা।

শিক্ষকের জন্য:

*   পাঠের পদ্ধতি:

- প্রথম পাঠের ব্যাখ্যা (পৃ: ১৫):

ছাত্র হরফের নাম পড়বে, যেভাবে প্রারম্ভিকায় (পৃ:১১) বর্ণিত হয়েছে।
যেমন: «ا» অক্ষরটিকে (আলিফ) পড়বে, «ب» অক্ষরটিকে (বা) পড়বে, «ج» কে (জীম) পড়বে এবং «ز» কে (যাঈ) পড়বে, এভাবে বাকিগুলো।

- দ্বিতীয় পাঠের ব্যাখ্যা (পৃ: ১৬):

ভিন্নভিন্ন আকৃতিসহ হরফের নাম পড়বে, যেভাবে প্রারম্ভিকায় (পৃ:১১) বর্ণিত হয়েছে।
যেমন: শব্দের মাঝে ও শেষে ব্যবহৃত এরকম «ـج – ـجـ» জীম হরফটিকে (জীম) পড়বে, এভাবে বাকিগুলো।

বিঃ দ্রঃ- এই পাঠের সময় ছাত্রকে বলা যাবে না যে, এই হরফটি শব্দের শুরুতে বা শেষে আসে; বরং ছাত্রকে শুধু হরফটির নাম শেখাতে হবে, সেটির বিভিন্ন আকৃতিসহ- তা যে স্থানেই আসুক না কেন।

- তৃতীয় পাঠের ব্যাখ্যা (পৃ: ২০):

‘হামযা’র বিভিন্ন অবস্থান; চাই তা লাইনে হোক অথবা আলিফের উপর বা নিচে হোক অথবা ওয়াও বা ইয়া এর উপর হোক «ئ – ـئـ – ؤ – إ – أ – ء» এই পাঠে এটাকে (হামযা) পড়বে। আর বাকি পাঠগুলোতে তার ধ্বনিসহ «ءَ» পড়বে।

- চতুর্থ পাঠের ব্যাখ্যা (পৃ: ২০):

- হামযা মামদূদাহ বা মাদ-যুক্ত হামযা: আলিফের উপর মাদ-এর চিহ্ন লেখা থাকে «آ».
- এই পাঠে এটার নাম (হামযা মামদূদাহ) পড়বে। আর বাকি পাঠগুলোতে তার ধ্বনিসহ «آ» পড়বে।

বিঃ দ্রঃ-

- যদি শব্দের শুরুতে যবরযুক্ত হামযা হয় এবং তার পরে মাদ-এর ছাকিনযুক্ত আলিফ থাকে, যেমন: «أَاذَانٌ»তখন সেটাকে এভাবে «آذَانٌ» লেখা হয়। অথবা যদি শব্দের মধ্যখানে থাকে, যেমন: «رَأَاهُ» তখন এভাবে «رآهُ» লেখা হয়। অনুরূপভাবে «قُرْءَانٌ» এটাকে এভাবে «قُرْآنٌ» লেখা হয়।

- পঞ্চম পাঠের ব্যাখ্যা (পৃ: ২০):

- ‘আলিফ মাকছূরাহ’: শব্দের একদম শেষে দুই নকতাবিহীন ইয়া লেখা হয় «ى».
- এই পাঠে এটার নাম (আলিফ মাকছূরাহ) পড়বে, আর বাকি পাঠগুলোতে এর ধ্বনিসহ «ا» পড়বে।

প্রথম পাঠ
আরবী বর্ণমালা

ا	ب	ت	ث
ج	ح	خ	
د	ذ	ر	ز
س	ش	ص	ض
ط	ظ	ع	غ
ف	ق	ك	ل
م	ن	ه	و	ي

দ্বিতীয় পাঠ

আরবী বর্ণমালার আকৃতিসমূহ

ا	ا	ـا	ـا
ب	بـ	ـبـ	ـب
ت	تـ	ـتـ	ـت ـة ة
ث	ثـ	ـثـ	ـث
ج	جـ	ـجـ	ـج
ح	حـ	ـحـ	ـح
خ	خـ	ـخـ	ـخ

د	د	ـد	ـد
ذ	ذ	ـذ	ـذ
ر	ر	ـر	ـر
ز	ز	ـز	ـز
س	سـ	ـسـ	ـس
ش	شـ	ـشـ	ـش
ص	صـ	ـصـ	ـص
ض	ضـ	ـضـ	ـض

ط	ط	ـطـ	ـط
ظ	ظ	ـظـ	ـظ
ع	عـ	ـعـ	ـع
غ	غـ	ـغـ	ـغ
ف	فـ	ـفـ	ـف
ق	قـ	ـقـ	ـق

ك	كـ	ـكـ	ـك
ل	لـ	ـلـ	ـل
م	مـ	ـمـ	ـم
ن	نـ	ـنـ	ـن
ه	هـ	ـهـ	ـه ـه
و	و	ـو	ـو
ي	يـ	ـيـ	ـي

তৃতীয় পাঠ
হামযা

হামযার আকৃতিসমূহ ء

ء	أ ـأ	إ ـإ
ؤ ـؤ	ئ ـئ	ئ ـئ

চতুর্থ পাঠ
মাদ-যুক্ত হামযা

মাদ-যুক্ত হামযার আকৃতিসমূহ آ

آ	ـآ

পঞ্চম পাঠ
আলিফ মাকছূরাহ

আলিফ মাকছূরার আকৃতিসমূহ ى

ى	ـى

দ্বিতীয় অধ্যায়

হরকত ও ছাকিনযুক্ত হরফসমূহ

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ছাত্ররা এ অধ্যায়টি পাঠ শেষে -আল্লাহর ইচ্ছায়- নিম্নোক্ত দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারবে:

- হরকতসমূহ ও ছাকিন'কে চিনতে পারবে।
- হরকত ও ছাকিনযুক্ত হরফগুলোকে বিশুদ্ধভাবে পাঠ করতে পারবে।

শিক্ষকের জন্য

- হরকত: হরফের উপরে বা নিচের ক্ষুদ্র চিহ্ন; তার ধ্বনিকে স্পষ্ট করার জন্য।
- যবর: হরফের উপরে ছোট রেখা «ـَ»।
- পেশ: হরফের উপরে ছোট ওয়াও «ـُ»।
- যের: হরফের নিচে ছোট রেখা «ـِ»।
- ছাকিন: হরফের উপরে ছোট বৃত্ত «ـْ»।

---

* পাঠের পদ্ধতি:

- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠের ব্যাখ্যা (পৃ: ২৩,২৬,২৯):

হরকতসহ হরফের স্বর বা ধ্বনি উচ্চারণ করে ছাত্ররা পড়বে «أَ - إِ - أُ» অর্থাৎ: আ-ই- উ যেমনটি প্রারম্ভিকায় এর ধ্বনিসহ বর্ণনা করা হয়েছে (পৃ: ১১)।

- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠের উদাহরণের ব্যাখ্যা (পৃ: ২৩,২৭,৩০):

১. প্রথম বক্সে: হরকতসহ হরফটির ধ্বনি পড়বে «أَ» আ।

২. দ্বিতীয় বক্সে: প্রথম হরফটি হরকতসহ পড়বে «أَ» আ, তারপর দ্বিতীয়টি হরকতসহ পড়বে «خَ» খা, তারপর এ দুটোকে একসাথে পড়বে «أَخَ» আখা।

৩. তৃতীয় বক্সে: পুনরায় তাই পড়বে যা দ্বিতীয় বক্সে পড়েছে, তারপর তৃতীয় হরফটি হরকতসহ পড়বে «ذَ» যা, তারপর পুরো শব্দটি পড়বে «أَخَذَ» আখাযা।

৪. 'যের' ও 'পেশ' সংশ্লিষ্ট পাঠদ্বয়ের উদাহরণেও এ নিয়ম অনুসরণ করবে।

-চতুর্থ পাঠের ব্যাখ্যা (পৃ: ৩২):

প্রথম হরফটি হরকতসহ পড়বে «أَ» আ, তারপর এ হরফটি ছাকিনযুক্ত দ্বিতীয় হরফের সাথে মিলিয়ে পড়বে «أَبْ» আব, কেননা এককভাবে ছাকিনযুক্ত হরফ উচ্চারণ করা যায় না।

-চতুর্থ পাঠের উদাহরণের ব্যাখ্যা (পৃ: ৩৩):

১- প্রথম বক্সে: প্রথম হরফটি হরকতসহ পড়বে «بَ» বা, তারপর প্রথম হরফটি ছাকিনযুক্ত দ্বিতীয় হরফের সাথে মিলিয়ে পড়বে «بَأْ» বা'।

২- দ্বিতীয় বক্সে: পুনরায় তাই পড়বে যা প্রথম বক্সে পড়েছে, তারপর তৃতীয় হরফটি হরকতসহ পড়বে «سَ» সা। তারপর পুরো শব্দটি পড়বে «بَأْسَ» বা'সা।

বিঃ দ্রঃ-

এ অধ্যায় থেকে কিতাবের শেষ পর্যন্ত ছাত্ররা হরকত বা ছাকিনসহ হরফের ধ্বনি উচ্চারণ করে পড়বে যেমন: সীন এর ক্ষেত্রে সা, সি অথবা সু, হরফের নাম তথা সীন পড়বে না।

প্রথম পাঠ

যবর ـَ

أَ	بَ	تَ	ثَ
جَ	حَ	خَ	دَ
ذَ	رَ	زَ	سَ
شَ	صَ	ضَ	طَ
ظَ	عَ	غَ	فَ
قَ	كَ	لَ	مَ
نَ	هَ	وَ	يَ

যবর-এর
উদাহরণসমূহ :-

أَ	أَخَ	أَخَذَ
بَ	بَسَ	بَسَطَ
تَ	تَرَ	تَرَكَ
ثَ	ثَبَ	ثَبَتَ
جَ	جَمَ	جَمَعَ
حَ	حَمَ	حَمَلَ
خَ	خَتَ	خَتَمَ
دَ	دَخَ	دَخَلَ

ذَ	ذَهَـ	ذَهَـبَ
رَ	رَفَـ	رَفَـعَ
زَ	زَعَـ	زَعَمَ
سَـ	سَجَـ	سَجَدَ
صَـ	صَدَ	صَدَقَ
عَـ	عَبَـ	عَبَـسَ
غَـ	غَفَـ	غَفَـرَ
نَـ	نَزَ	نَزَلَ

দ্বিতীয় পাঠ

যের ـِ

إِ	بِ	تِ	ثِ
جِ	حِ	خِ	دِ
ذِ	رِ	زِ	سِ
شِ	صِ	ضِ	طِ
ظِ	عِ	غِ	فِ
قِ	كِ	لِ	مِ
نِ	هِ	وِ	يِ

যের-এর
উদাহরণসমূহ ـِ

يَئِسَ	يَئِـ	يَـ
أَجِدَ	أَجِـ	أَ
رَحِمَ	رَحِـ	رَ
بَخِلَ	بَخِـ	بَـ
رَدِفَ	رَدِ	رَ
شَرِبَ	شَرِ	شَـ
فَزِعَ	فَزِ	فَـ
نَسِيَ	نَسِـ	نَـ

خَ	خَشِ	خَشِيَ
خَ	خَطِ	خَطِفَ
مَ	مَعِ	مَعِيَ
سَ	سَفِ	سَفِهَ
بَ	بَقِ	بَقِيَ
عَ	عَلِ	عَلِمَ
سَ	سَمِ	سَمِعَ
شَ	شَهِ	شَهِدَ

তৃতীয় পাঠ

পেশ ـُ

أُ	بُ	تُ	ثُ
جُ	حُ	خُ	دُ
ذُ	رُ	زُ	سُ
شُ	صُ	ضُ	طُ
ظُ	عُ	غُ	فُ
قُ	كُ	لُ	مُ
نُ	هُ	وُ	يُ

পেশ-এর উদাহরণসমূহ ـُ

كَ	كُ	كَبُرَ
گَ	گُ	گَثُرَ
ثَ	ثُ	ثَخُنَ
يَ	يُ	يَدُكَ
قَ	قُ	قَرُبَ
حَ	حُ	حَسُنَ
بَ	بُ	بَصُرَ
عَ	عُ	عَضُدَ

طُ	طُبِ	طُبِعَ
ظُ	ظُلِ	ظُلِمَ
عُ	عُفِ	عُفِيَ
فُ	فُتِ	فُتِحَ
قُ	قُرِ	قُرِئَ
كُ	كُبِ	كُبِتَ
هُ	هُدِ	هُدِيَ
وُ	وُضِ	وُضِعَ

চতুর্থ পাঠ

ছাকিন ْ

بَأْ	أَبْ	أَتْ	أَثْ
أَجْ	أَحْ	أَخْ	أَدْ
أَذْ	أَرْ	أَزْ	أَسْ
أَشْ	أَصْ	أَضْ	أَطْ
أَظْ	أَعْ	أَغْ	أَفْ
أَقْ	أَكْ	أَلْ	أَمْ
أَنْ	أَهْ	أَوْ	أَيْ

ছাকিনের
উদাহরণসমূহ ঃ

بَأْ	بَأْسَ
سَبْـ	سَبْـعَ
أَجْـ	أَجْـرُ
يَدْ	يَدْعُ
عَرْ	عَرْشَ
نَصْـ	نَصْـرُ
فَضْـ	فَضْـلُ
بَطْـ	بَطْـشَ

بَعْ	بَعْضُ
مَكْ	مَكْرُ
قَلْ	قَلْبِ
أَمْ	أَمْرُ
كُنْ	كُنْتَ
أَهْ	أَهْلُ
يَوْ	يَوْمَ
غَيْ	غَيْبُ

তৃতীয় অধ্যায়

তানভীনযুক্ত হরফসমূহ

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ছাত্ররা এ অধ্যায়টি পাঠ শেষে -আল্লাহর ইচ্ছায়- নিম্নোক্ত দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারবে:

- 'তানভীন'কে চিনতে পারবে।
- তানভীনযুক্ত হরফগুলোকে সঠিকভাবে পাঠ করতে পারবে।

শিক্ষকের জন্য

- তানভীন: একটি অতিরিক্ত নূন ছাকিন যা উচ্চারণের সময় শব্দের শেষ হরফের অধীন হয়, তবে তা লিখিত রূপে ও ওয়াক্‌ফের সময় ভিন্ন রকম হয়।
- দুই যবর: শব্দের শেষ হরফের উপরে ছোট দু'টি রেখা «ـً»।
- দুই যের: শব্দের শেষ হরফের নিচে ছোট দু'টি রেখা «ـٍ»।
- দুই পেশ: শব্দের শেষ হরফের উপরে ছোট দু'টি ওয়াও «ـٌ»।

পাঠের পদ্ধতি:

- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠের ব্যাখ্যা (পৃ: ৩৭,৩৯,৪১):

হরকতসহ তানভীনযুক্ত হরফটির স্বর বা ধ্বনি উচ্চারণ করে ছাত্ররা পড়বে «عٌ - عٍ - عاً» আন-ইন-উন, যখন তা না থেমে মিলিয়ে পড়বে। আর যদি ওয়াক্‌ফ বা থামা হয়: তাহলে সেটাকে ছাকিন করে পড়বে, তবে যদি তা দুই যবরযুক্ত তানভীন হয় তাহলে সেটাকে আলিফ পড়বে।

- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠের উদাহরণের ব্যাখ্যা (পৃ: ৩৮,৪০,৪২):

১- প্রথম হরফটি হরকতসহ পড়বে «عـ» ই, তারপর দ্বিতীয় হরফটি হরকতসহ পড়বে «ـنْـ» না, তারপর উভয়টি একসাথে পড়বে «عِنْـ» ইনা, তারপর তানভীনযুক্ত তৃতীয় হরফটি হরকতসহ পড়বে «ـباً» বান, সবশেষে শব্দটি পুরোপুরি পড়বে «عِنَباً» ইনাবান।

২- যদি দ্বিতীয় হরফটি ছাকিনযুক্ত হয়: তাহলে প্রথম অক্ষরটি তার হরকতসহ পড়বে «فَـ» ফা, তারপর প্রথম অক্ষরটিকে ছাকিনযুক্ত দ্বিতীয় অক্ষরের সাথে মিলিয়ে পড়বে «فَوْ» ফাও, তারপর তানভীনযুক্ত তৃতীয় হরফটি হরকতসহ পড়বে «زاً» যান, সবশেষে শব্দটি পুরোপুরি পড়বে «فَوْزاً» ফাওযান।

৩- 'দুই যের' ও 'দুই পেশ' সংশ্লিষ্ট পাঠদ্বয়ের উদাহরণেও একই নিয়ম অনুসরণ করবে।

প্রথম পাঠ

দুই যবর ـً

ثاً	تاً	باً	ءاً
داً	خاً	حاً	جاً
ساً	زاً	راً	ذاً
طاً	ضاً	صاً	شاً
فاً	غاً	عاً	ظاً
ماً	لاً	كاً	قاً
ياً	واً	هاً	ناً

দুই যবর-এর
উদাহরণসমূহ :

عِنَباً	مَقْتاً
مَرَحاً	أَحَداً
أَذىً	خَيْراً
فَوْزاً	كَأْساً
قَرْضاً	وَسَطاً
حِفْظاً	نَفْعاً
آنِفاً	مُلْكاً
حَرَماً	ثَمَناً

দ্বিতীয় পাঠ

দুই যের ـٍ

ثٍ	تٍ	بٍ	ءٍ
دٍ	خٍ	حٍ	جٍ
سٍ	زٍ	رٍ	ذٍ
طٍ	ضٍ	صٍ	شٍ
فٍ	غٍ	عٍ	ظٍ
مٍ	لٍ	كٍ	قٍ
يٍ	وٍ	هٍ	نٍ

দুই যের-এর উদাহরণসমূহ-

شَيْءٍ	لَهَبٍ
آيَةٍ	عَبْدٍ
سَفَرٍ	نَفْسٍ
فُرُشٍ	أَرْضٍ
رَهْطٍ	زَرْعٍ
جُرُفٍ	طَبَقٍ
فَلَكٍ	رَجُلٍ
قَوْمٍ	قَرْنٍ

তৃতীয় পাঠ
দুই পেশ ـٌـ

ثٌ	تٌ	بٌ	ءٌ
دٌ	خٌ	حٌ	جٌ
سٌ	زٌ	رٌ	ذٌ
طٌ	ضٌ	صٌ	شٌ
فٌ	غٌ	عٌ	ظٌ
مٌ	لٌ	كٌ	قٌ
يٌ	وٌ	هٌ	نٌ

দুই পেশ-এর উদাহরণসমূহ ـٌـ

كُتُبٌ	حَرَجٌ
رَوْحٌ	زَيْدٌ
شَهْرٌ	إِنْسٌ
مَرَضٌ	زَيْغٌ
رِزْقٌ	إِفْكٌ
عَدْلٌ	آثِمٌ
عَيْنٌ	كُرْهٌ
لَهْوٌ	وَحْيٌ

চতুর্থ অধ্যায়

শাদ্দাহ ও হরকতযুক্ত হরফসমূহ

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ছাত্ররা এ অধ্যায়টি পাঠ শেষে -আল্লাহর ইচ্ছায়- নিম্নোক্ত দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারবে:

- 'শাদ্দাহ ও হরকতযুক্ত হরফসমূহ'কে চিনতে পারবে।
- তাশদীদযুক্ত হরফগুলোকে হরকতসহ সঠিকভাবে পাঠ করতে পারবে।

শিক্ষকের জন্য

- তাশদীদযুক্ত হরফ: ছাকিনযুক্ত একটি হরফের পরে হরকতযুক্ত অনুরূপ আরেকটি হরফ। যেমন: «بْ + بَ = بَّ»
- যবর-এর সাথে শাদ্দাহ: 'সীন'-এর ছোট মাথার উপর যবর «سَّ»।
- যের-এর সাথে শাদ্দাহ: 'সীন'-এর ছোট মাথার নিচে যের «سِّ»।
- পেশ-এর সাথে শাদ্দাহ: 'সীন'-এর ছোট মাথার উপর পেশ «سُّ»।

---

* পাঠের পদ্ধতি:

- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠের ব্যাখ্যা (পৃ: ৪৫,৪৭,৪৯):

শিক্ষার্থী প্রথম হরফটি হরকতসহ পড়বে «أَ» আ, তারপর প্রথম হরফটিকে তাশদীদযুক্ত দ্বিতীয় হরফের সাথে মিলিয়ে তাদের হরকতসহ পড়বে «أَبَّ» আব্বা, কেননা তাশদীদযুক্ত হরফকে এককভাবে পড়া যায় না।

- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠের উদাহরণের ব্যাখ্যা (পৃ: ৪৬,৪৮,৫০):

১. প্রথম হরফটি হরকতসহ পড়বে «حَ» তারপর প্রথম হরফটিকে তাশদীদযুক্ত দ্বিতীয় হরফের সাথে মিলিয়ে হরকতসহ পড়বে «حَبَّ»তারপর তৃতীয় হরফটি হরকতসহ পড়বে «ـةٍ» সবশেষে শব্দটি পুরোপুরি পড়বে «حَبَّةٍ»

২. যদি তাশদীদযুক্ত দ্বিতীয় হরফের পরে ছাকিনযুক্ত হরফ হয়: তাহলে প্রথম হরফটি হরকতসহ পড়বে «يَ» তারপর প্রথম হরফটিকে তাশদীদযুক্ত দ্বিতীয় হরফের সাথে মিলিয়ে হরকতসহ পড়বে «يَسِّ» অতঃপর প্রথম হরফটিকে তাশদীদযুক্ত দ্বিতীয় হরফের সাথে তাদের হরকতসহ- ছাকিনযুক্ত তৃতীয় হরফের সাথে মিলিয়ে একত্রে পড়বে «يَسِّرْ»

৩. যদি তাশদীদযুক্ত দ্বিতীয় হরফের পরে 'আলিফ মাকছূরাহ' হয়, তাহলে ঠিক এ নিয়মই অনুসরণ করবে। যেমন: «حَتَّى»

৪. যদি তাশদীদযুক্ত হরফটি শব্দের শেষে হয়: তাহলে প্রথম হরফটি হরকতসহ পড়বে «أَ» তারপর দ্বিতীয় হরফটি হরকতসহ পড়বে «عَ» তারপর উভয়টি একসাথে পড়বে «أَعَ» তারপর দ্বিতীয় হরফটিকে তাশদীদযুক্ত তৃতীয় হরফের সাথে হরকতসহ পড়বে «عَدَّ» সবশেষে শব্দটি পুরোপুরি পড়বে «أَعَدَّ»

প্রথম পাঠ

যবর-এর সাথে শাদ্দাহ ـَّ

أَبَّ	أَتَّ	أَثَّ	أَجَّ
أَحَّ	أَخَّ	أَدَّ	أَذَّ
أَرَّ	أَزَّ	أَسَّ	أَشَّ
أَصَّ	أَضَّ	أَطَّ	أَظَّ
أَعَّ	أَغَّ	أَفَّ	أَقَّ
أَكَّ	أَلَّ	أَمَّ	أَنَّ
أَهَّ	أَوَّ	أَيَّ	

যবর-এর সাথে শাদ্দাহর উদাহরণসমূহ

حَبَّةٍ	حَتَّـى
كَثَّـرَ	سَخَّرَ
أَعَدَّ	كَذَّبَ
حَرَّمَ	عِزَّةٍ
أَحَسَّ	حِطَّةٌ
خَفَّفَ	أَحَقَّ
فَكَّرَ	سَلَّمَ
جَنَّةٌ	بَـوَّأَ

দ্বিতীয় পাঠ

যের-এর সাথে শাদ্দাহ ـِّـ

أَبِّ	أَتِّ	أَثِّ	أَجِّ
أَحِّ	أَخِّ	أَدِّ	أَذِّ
أَرِّ	أَزِّ	أَسِّ	أَشِّ
أَصِّ	أَضِّ	أَطِّ	أَظِّ
أَعِّ	أَغِّ	أَفِّ	أَقِّ
أَكِّ	أَلِّ	أَمِّ	أَنِّ
أَهِّ	أَوِّ	أَيِّ	

যের-এর সাথে শাদ্দাহর উদাহরণসমূহ

سَبِّحِ	عُجِّلَ
يُؤَدِّ	عُذِّبَ
بُرِّزَ	يَسِّرْ
بَشِّرِ	حُصِّلَ
عُطِّلَ	نُوَفِّ
ذُكِّرَ	كُلِّمَ
عَمِّكَ	مَهِّلِ
غُدُوِّ	زُيِّنَ

তৃতীয় পাঠ

পেশ-এর সাথে শাদ্দাহ ـُّ

أَبُّ	أَتُّ	أَثُّ	أَجُّ
أَحُّ	أَخُّ	أَدُّ	أَذُّ
أَرُّ	أَزُّ	أَسُّ	أَشُّ
أَصُّ	أَضُّ	أَطُّ	أَظُّ
أَعُّ	أَغُّ	أَفُّ	أَقُّ
أَكُّ	أَلُّ	أَمُّ	أَنُّ
أَهُّ	أَوُّ	أَيُّ	

পেশ-এর সাথে শাদ্দাহর উদাহরণসমূহ

مِتُّ	يَبُثُّ
حِجُّ	يُرَدُّ
تَلَـذُّ	تَمُرُّ
تُعِزُّ	يَمَسُّ
أَهُشُّ	نَقُصُّ
يَـحُضُّ	يَدُعُّ
أَشَقُّ	يَـحِلُّ
مُتِمُّ	يَظُنُّ

পঞ্চম অধ্যায়

শাদ্দাহ ও তানভীনযুক্ত হরফসমূহ

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ছাত্ররা এ অধ্যায়টি পাঠ শেষে -আল্লাহর ইচ্ছায়- নিম্নোক্ত দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারবে:

- 'শাদ্দাহ ও তানভীনযুক্ত হরফসমূহ'কে চিনতে পারবে।
- তাশদীদযুক্ত হরফগুলোকে তানভীনসহ সঠিকভাবে পাঠ করতে পারবে।

শিক্ষকের জন্য

- দুই যবর-এর সাথে শাদ্দাহ: 'সীন'-এর ছোট মাথার উপর দুই যবর «سًّ»।
- দুই যের-এর সাথে শাদ্দাহ: 'সীন'-এর ছোট মাথার নিচে দুই যের «سٍّ»।
- দুই পেশ-এর সাথে শাদ্দাহ: 'সীন'-এর ছোট মাথার উপর দুই পেশ «سٌّ»।

*** পাঠের পদ্ধতি:**

- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠের ব্যাখ্যা (পৃ: ৫৩, ৫৫, ৫৭):

শিক্ষার্থী প্রথম হরফটি হরকতসহ পড়বে «أَ» আ, তারপর প্রথম হরফটিকে তাশদীদসহ তানভীনযুক্ত দ্বিতীয় হরফের সাথে মিলিয়ে তাদের হরকতসহ পড়বে «أَبَّاً» আব্বান।

- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠের উদাহরণের ব্যাখ্যা (পৃ: ৫৪, ৫৬, ৫৮):

যদি তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ হয়: তাহলে প্রথম হরফটি হরকতসহ পড়বে «قَـ» তারপর দ্বিতীয় হরফটি হরকতসহ পড়বে «ـوِ» তারপর উভয়টি একসাথে পড়বে «قَوِ» তারপর দ্বিতীয় হরফটিকে তাশদীদযুক্ত তানভীনসহ তৃতীয় হরফের সাথে তাদের হরকতসহ পড়বে «ـوِيّاً» সবশেষে শব্দটি পুরোপুরি পড়বে «قَوِيّاً»

চতুর্থ পাঠের ব্যাখ্যা (পৃ: ৫৯):

যদি কোন শব্দে পরপর দুটি তাশদীদযুক্ত হরফ হয়: তাহলে শব্দের শুরু থেকে প্রথম তাশদীদযুক্ত হরফ পর্যন্ত পূর্বের নিয়মে পড়বে। তারপর প্রথম তাশদীদযুক্ত হরফটিকে তার আগের হরফের সাথে মিলিয়ে পড়বে। তারপর শব্দের প্রথম থেকে তাশদীদযুক্ত প্রথম হরফটি পড়বে, তারপর তাশদীদযুক্ত উভয় হরফকে তাদের পূর্বের হরফটির সাথে মিলিয়ে পড়বে। তারপর শব্দটিকে প্রথম থেকে তাশদীদযুক্ত উভয় হরফের সাথে পড়বে।

পরপর দুটি তাশদীদযুক্ত হরফ পড়ার উদাহরণ «لَأُضِلَّنَّهُمْ» পৃ: ৫৯):

হরকতসহ 'লাম' হরফটি পড়বে «لَـ» তারপর হরকতসহ হামযাকে পড়বে «أُ» তারপর উভয়টিকে একত্রে পড়বে «لَأُ» তারপর 'দোয়াদ' হরফটিকে হরকতসহ পড়বে «ضِـ» তারপর সবগুলো একত্রে পড়বে «لَأُضِـ» অতঃপর 'দোয়াদ' হরফটিকে তাশদীদযুক্ত লামের সাথে হরকতসহ পড়বে «ضِلَّـ» তারপর সবগুলোকে তাশদীদযুক্ত লামের সাথে হরকতসহ পড়বে «لَأُضِلَّـ» এরপর 'দোয়াদ' হরফটিকে তাশদীদযুক্ত লাম ও নূন উভয়টির সাথে হরকতসহ পড়বে «ضِلَّنَّـ» তারপর সবগুলোকে তাশদীদযুক্ত নূনের সাথে হরকতসহ পড়বে «لَأُضِلَّنَّـ» অতঃপর 'হা' হরফটি হরকতসহ পড়বে «ـهُـ» তারপর 'হা' হরফটি ছাকিনযুক্ত 'মীম' এর সাথে পড়বে «ـهُمْ» সবশেষে হরকতসহ শব্দটি পুরোপুরি পড়বে «لَأُضِلَّنَّـهُـمْ»

প্রথম পাঠ

দুই যবর-এর সাথে শাদ্দাহ ـّـً

أَبّاً	أَتّاً	أَثّاً	أَجّاً
أَحّاً	أَخّاً	أَدّاً	أَذّاً
أَرّاً	أَزّاً	أَسّاً	أَشّاً
أَصّاً	أَضّاً	أَطّاً	أَظّاً
أَعّاً	أَغّاً	أَفّاً	أَقّاً
أَكّاً	أَلّاً	أَمّاً	أَنّاً
أَهّاً	أَوّاً	أَيّاً	

দুই যবর-এর সাথে শাদ্দাহর উদাহরণসমূহ

حُبّاً	سَدّاً
سِـرّاً	أَزّاً
بَسّاً	صَفّاً
حَقّاً	دَكّـاً
كُلّاً	جَـمّاً
عَفُوّاً	قَوِيّاً

দ্বিতীয় পাঠ

দুই যের-এর সাথে শাদ্দাহ ـِّـ

أَبِّ	أَتِّ	أَثِّ	أَجِّ
أَحِّ	أَخِّ	أَدِّ	أَذِّ
أَرِّ	أَزِّ	أَسِّ	أَشِّ
أَصِّ	أَضِّ	أَطِّ	أَظِّ
أَعِّ	أَغِّ	أَفِّ	أَقِّ
أَكِّ	أَلِّ	أَمِّ	أَنِّ
أَهِّ	أَوِّ	أَيِّ	

দুই যের-এর সাথে শাদ্দাহর উদাহরণসমূহ

فَجِّ	مَرَدِّ
ضُـرِّ	حَظِّ
أُفِّ	رَقِّ
صَكِّ	ظِلِّ
غَمِّ	سِنِّ
عُتُوِّ	خَفِـيِّ

তৃতীয় পাঠ

দুই পেশ-এর সাথে শাদ্দাহ ـُّ

أَبٌّ	أَتٌّ	أَثٌّ	أَجٌّ
أَحٌّ	أَخٌّ	أَدٌّ	أَذٌّ
أَرٌّ	أَزٌّ	أَسٌّ	أَشٌّ
أَصٌّ	أَضٌّ	أَطٌّ	أَظٌّ
أَعٌّ	أَغٌّ	أَفٌّ	أَقٌّ
أَكٌّ	أَلٌّ	أَمٌّ	أَنٌّ
أَهٌّ	أَوٌّ	أَيٌّ	

দুই পেশ-এর সাথে শাদ্দাহর উদাহরণসমূহ

رَبٌّ	سِتٌّ
شُحٌّ	صَدٌّ
شَرٌّ	شِقٌّ
شَكٌّ	حِلٌّ
صُمٌّ	مُسِنٌّ
عَدُوٌّ	غَنِيٌّ

চতুর্থ পাঠ

তাশদীদযুক্ত দুটি হরফ ـّـ

يُبَتِّكُنَّ	لُجِّيٍّ
مُدَّثِّرُ	سَيَذَّكَّرُ
ذُرِّيَّةٌ	مُزَّمِّلُ
يَمَسَّنَّ	يَشَّقَّقُ
يَصَّعَّدُ	يَطَّوَّفَ
لَأُضِلَّنَّهُمْ	أَتَمَّهُنَّ

সপ্তম অধ্যায়

মাদ্দে তাবায়ী

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ছাত্ররা এ অধ্যায়টি পাঠ শেষে -আল্লাহর ইচ্ছায়- নিম্নোক্ত দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারবে:

- 'হামযা কাত্য়ী ও হামযা ওয়াছলী'কে পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে পার্থক্য করতে পারবে।
- 'হামযা কাত্য়ী ও হামযা ওয়াছলী'কে সঠিকভাবে পড়তে পারবে।

শিক্ষকের জন্য

- হামযা কাত্‌য়ী: মূলবর্ণ হিসেবে শব্দের শুরুতে অবস্থিত হরকতযুক্ত হামযা, যাকে আলিফের উপরে বা নিচে লেখা হয় এবং হরকত অনুসারে পড়া হয় «أَ - إِ - أُ»
- হামযা ওয়াছলী: শব্দের শুরুতে ব্যবহৃত অতিরিক্ত হামযা, যাকে আলিফ হিসেবে লেখা হয় «ا» তার উপর কোন হরকত থাকে না; তা লেখা হয় ও পড়াও হয় যদি তা আগের শব্দের সাথে সংযুক্ত না থাকে।

আর যদি তার আগের অংশের সাথে সংযুক্ত করে মিলিয়ে পড়া হয়: তাহলে তা লেখা হবে কিন্তু পড়া হবে না।

- হামযা কাত্‌য়ী ও হামযা ওয়াছলীকে কীভাবে চিনতে পারবে?

শব্দের আগে 'ওয়াও' হরফটি লাগিয়ে দেখুন:

- যদি হামযাটি পড়তে পারেন, তাহলে সেটিই হামযা কাত্‌য়ী।
- আর যদি হামযাটি পড়া না যায়, তাহলে সেটিই হামযা ওয়াছলী।

---

* পাঠের পদ্ধতি:

- প্রথম পাঠের ব্যাখ্যা (পৃ: ৬৩):

১. শিক্ষার্থী 'হামযা কাত্‌য়ী'কে তার হরকত অনুযায়ী পড়বে, যেমনটি পূর্বের পাঠগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. এই পাঠের উদাহরণগুলো পড়ার ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়মটিই অনুসরণ করবে।

- দ্বিতীয় পাঠের ব্যাখ্যা (পৃ: ৬৪):

১. যদি 'হামযা ওয়াছলী'র আগে কোন হরফ না থাকে: তাহলে সেটাকে 'হামযা কাত্‌য়ী'র মত পড়তে হবে।

২. আর যদি তার আগে কোন হরফ থাকে: তাহলে তাকে আর পড়া হবে না, বরং পড়ার ক্ষেত্রে তার আগের হরফটি তার পরের হরফের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে; যেমন: «وَاتْلُ» শব্দটি, এটাকে পড়তে হবে: «وَتْلُ»

৩. এই পাঠের উদাহরণগুলো পড়ার ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়মটিই অনুসরণ করবে।

প্রথম পাঠ
হামযা কাত্‌য়ী

أَسْلَمَ	وَأَسْلَمَ
أَعْمَلُ	وَأَعْمَلُ

হামযা কাত্‌য়ীর উদাহরণসমূহ

أَجَلَ	إِخْوَةُ
أُسْوَةٌ	وَأَشَدَّ
إِصْراً	وَأَضَلُّ
وَأَعْلَمُ	أَقْرَبُ
فَأَنْزَلَ	أَوْحَى

প্রথম পাঠ
হামযা ওয়াছ্‌লী

ابْنُ	وَابْنُ
اثْنَانِ	وَاثْنَانِ

হামযা ওয়াছ্‌লীর উদাহরণসমূহ

وَاتْلُ	ارْكُضْ
اسْمُ	اشْرَحْ
فَاصْبِرْ	وَاضْرِبْ
وَاعْبُدْ	فَاغْفِرْ
اكْشِفْ	وَانْظُرْ

সপ্তম অধ্যায়

মাদ্দে তাবায়ী

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ছাত্ররা এ অধ্যায়টি পাঠ শেষে -আল্লাহর ইচ্ছায়- নিম্নোক্ত দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারবে:

- 'মাদ্দে তাবায়ী'র হরফগুলোকে চিনতে পারবে।
- 'মাদ্দে তাবায়ী'র হরফগুলোকে সঠিকভাবে পড়তে পারবে।

শিক্ষকের জন্য

মাদের হরফ তিনটি: «ا - و - ي»

-হরফ কখন মাদ্দে তাবায়ী হয়?

যখন আলিফের আগে যবর থাকে «بَا» অথবা ওয়াও এর আগে পেশ থাকে «بُو» অথবা ইয়া এর আগে যের থাকে «بِي»

-মাদের হরফের উপর কি কোন হরকত হয়?

না, তার উপর কোন হরকত থাকে না -যবর বা যের বা পেশ কোনটিই না- ।

---

* পাঠের পদ্ধতি:

ব্যাখ্যা (পৃ: ৬৭):

১- শিক্ষার্থী প্রথম হরফটি হরকতসহ পড়বে «تَـ» তারপর প্রথম হরফটি মাদের হরফের সাথে মিলিয়ে পড়বে «تَا» তারপর তৃতীয় হরফটি হরকতসহ পড়বে «بَ» সবশেষে শব্দটি পুরোপুরি পড়বে «تَابَ»

২- এই পাঠের উদাহরণগুলো পড়ার ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়মটিই অনুসরণ করবে।

মাদ্দে তাবায়ী

ا ‘আলিফ’ অক্ষরে মাদ্দে তাবায়ীর উদাহরণ

تَابَ	خَافَ	رَانَ
طَافَ	عَادَ	قَامَ

و ‘ওয়াও’ অক্ষরে মাদ্দে তাবায়ীর উদাহরণ

أَعُوذُ	رَسُولٌ	سُورَةٌ
شَكُورٌ	غَفُورٌ	هُودٍ

ي ‘ইয়া’ অক্ষরে মাদ্দে তাবায়ীর উদাহরণ

خَبِيرٌ	دِينِ	شَدِيدٌ
عِيشَةٍ	قَدِيرٌ	مُبِينٌ

অষ্টম অধ্যায়

বহুবচণের ‘ওয়াও’ এর পরের ‘আলিফ’

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ছাত্ররা এ অধ্যায়টি পাঠ শেষে -আল্লাহর ইচ্ছায়- নিম্নোক্ত দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারবে:

- বহুবচণের ‘ওয়াও’ এর পরের ‘আলিফ’কে চিনতে পারবে।

শিক্ষকের জন্য

- বহুবচণের 'ওয়াও' এর পরের 'আলিফ': এটি ক্রিয়াবাচক শব্দের শেষে বহুবচণের ওয়াও এর পরে অবস্থিত 'আলিফ'। যেমন: «صَلُّوا»

- বহুবচণের 'ওয়াও' এর পরে 'আলিফ' লেখার কারন: যেন বুঝা যায় যে, 'ওয়াও'টি বহুবচণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যদি তা বহুবচণের 'ওয়াও' না হয়: তাহলে তার পরে 'আলিফ' লেখা হয় না। যেমন: «أَرْجُو»

---

* পাঠের পদ্ধতি:

- ব্যাখ্যা (পৃ: ৭১):

১. এই পাঠের উদাহরণগুলো পড়ার ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়মই অনুসরণ করবে।

২. বহুবচণের 'ওয়াও' এর পরের 'আলিফ': এটাকে লেখা হবে, কিন্তু কোন অবস্থায় এটাকে পড়া হবে না।

وا বহুবচণের ‘ওয়াও’ এর পরের ‘আলিফ’

أُمِرُوا	تَوَاصَوْا
جَابُوا	ذَاقُوا
رَضُوا	زَاغُوا
فَتَنُوا	قُوا
كُلُوا	مَرُّوا
نُهُوا	يَتَّخِذُوا

নবম অধ্যায়

‘গোল তা’

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ছাত্ররা এ অধ্যায়টি পাঠ শেষে -আল্লাহর ইচ্ছায়- নিম্নোক্ত দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারবে:

- ‘গোল তা’-কে চিনতে পারবে।
- মিলিয়ে ও ওয়াক্‌ফ করে ‘গোল তা’-কে সঠিকভাবে পাঠ করতে পারবে।

শিক্ষকের জন্য

- গোল তা’: শব্দের শেষে অবস্থিত ‘তা’, যাকে শব্দের শেষ প্রান্তে থাকা ‘হা’ এর মত করে লেখা হয় এবং তার উপর দু’টি নুকতা থাকে «ـة - ة» এটাকে মিলিয়ে পড়ার সময় ‘তা’ পড়া হয়, আর থামা বা ওয়াক্‌ফ করার সময় ‘হা’ পড়া হয়।

---

* **পাঠের পদ্ধতি:**

- ব্যাখ্যা (পৃ: ৭৫):

১. শিক্ষার্থী এই পাঠের উদাহরণগুলো পড়ার ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়মই অনুসরণ করবে।

২. ‘গোল তা’-কে একবার মিলিয়ে, আরেকবার ওয়াক্‌ফ করে পড়বে:

- **মিলিয়ে পড়ার সময়:** এটাকে তার হরকতসহ ‘তা’ পড়বে।
- **ওয়াক্‌ফ করার সময়:** এটাকে ছাকিনযুক্ত ‘হা’ পড়বে।

গোল তা

ওয়াকফ করলে	মিলিয়ে পড়লে
عَالِيَهْ	عَالِيَةٍ
فِئَهْ	فِئَةٍ

গোল তা-এর উদাহরণসমূহ

بَرَرَةٍ	تِسْعَةَ
رِحْلَةَ	زَجْرَةٌ
سَفَرَةٍ	صُورَةٍ
فِتْنَةٌ	قِسْمَةٌ
لَيْلَةِ	نِعْمَةٍ

দশম অধ্যায়

‘লাম কামারী’ ও ‘লাম শামসী’

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ছাত্ররা এ অধ্যায়টি পাঠ শেষে -আল্লাহর ইচ্ছায়- নিম্নোক্ত দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারবে:

- ‘লাম কামারী’ ও ‘লাম শামসী’র মাঝে পার্থক্য করতে পারবে।
- বিশুদ্ধভাবে ‘লাম কামারী’ ও ‘লাম শামসী’ পাঠ করতে পারবে।

শিক্ষকের জন্য

- লাম কামারী: এটি এমন 'লাম' যা শব্দের শুরুতে হামযা ওয়াছলীর পরে আসে। এ 'লাম'টি লেখা হয় এবং পড়াও হয়।
- লাম শামসী: এটি এমন 'লাম' যা শব্দের শুরুতে হামযা ওয়াছলীর পরে আসে। এ 'লাম'টি লেখা হয়, কিন্তু পড়া হয় না।
- লাম কামারী ও লাম শামসী কীভাবে চিনতে পারবে?

শব্দের আগে 'ওয়াও' হরফটি লাগিয়ে দেখুন:
- যদি 'লাম'কে পড়তে পারেন, তাহলে সেটিই 'লাম কামারী'।
- আর যদি 'লাম'কে পড়া না যায়, তাহলে সেটিই 'লাম শামসী'।

---

* পাঠের পদ্ধতি:

- প্রথম পাঠের ব্যাখ্যা (পৃ: ৭৯):

১. যখন 'লাম কামারী'র পূর্বের 'হামযা ওয়াছলী'র আগে কোন হরফ থাকে না: তখন হামযা ওয়াছলীকে যবর দিয়ে লাম ছাকিনের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে «اَلْـ»

২. যখন 'লাম কামারী'র পূর্বের 'হামযা ওয়াছলী'র আগে কোন হরফ থাকে: তখন আর হামযা ওয়াছলীকে পড়া যাবে না; বরং পূর্বের হরফটিকে সরাসরি লাম ছাকিনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে «وَلْـ»

৩. এই পাঠের উদাহরণগুলো পড়ার ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়মই অনুসরণ করবে।

- দ্বিতীয় পাঠের ব্যাখ্যা (পৃ: ৮০):

১. যখন 'লাম শামসী'র পূর্বের 'হামযা ওয়াছলী'র আগে কোন হরফ থাকে না: তখন হামযা ওয়াছলীকে যবর দিয়ে লামের পরের তাশদীদযুক্ত হরফের সাথে যুক্ত করে পড়তে হবে, পড়ার সময় লাম বাদ যাবে; যেমন «السَّمَـاءُ» শব্দটি, এটাকে এভাবে পড়বে «أَسَّمَـاءُ»।

২. যখন 'লাম শামসী'র পূর্বের 'হামযা ওয়াছলী'র আগে কোন হরফ থাকে: তখন এ হরফটিকে লামের পরের তাশদীদযুক্ত হরফের সাথে যুক্ত করে পড়তে হবে, পড়ার সময় হামযা ওয়াছলী ও লাম বাদ যাবে; যেমন «وَالسَّمَـاءُ» শব্দটি, এটাকে এভাবে পড়বে «وَسَّمَـاءُ»

৩. এই পাঠের উদাহরণগুলো পড়ার ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়মই অনুসরণ করবে।

বিঃ দ্রঃ-

১. যদি লাম কামারী বা লাম শামসীর পূর্বে কোন লাম আসে: তাহলে লেখা ও পড়া উভয় ক্ষেত্রেই হামযা ওয়াছলীকে বাদ দিতে হবে। যেমন: «لِلْقَمَرِ» অনুরূপভাবে: «لِلنَّاسِ»

২. য লাম শামসীর পূর্বে লাম রয়েছে, তা যদি এমন কোন শব্দের উপর আসে যার প্রথম হরফটি লাম: তাহলে লেখা ও পড়া উভয় ক্ষেত্রেই হামযা ওয়াছলীর সাথে লাম শামসীকেও বাদ দিতে হবে। যেমন: «لِلِّسَانِ»

প্রথম পাঠ
লাম কামারী

الْعَصْرِ	وَالْعَصْرِ
الْقَلَمِ	وَالْقَلَمِ

লাম কামারীর উদাহরণসমূহ

وَالْبَحْرِ	الْجَمْعُ
وَالْحَمْدُ	وَالْخَيْلَ
الْغَضَبُ	وَالْفَجْرِ
الْكَرْبِ	الْمُلْكُ
الْوَعْدُ	الْيَمِينِ

প্রথম পাঠ
লাম শামসী

الرُّوحُ	وَالرُّوحُ
الضُّحَى	وَالضُّحَى

লাম শামসীর উদাহরণসমূহ

الـتَّغَابُنِ	الـثَّابِتِ
الـدُّعَاءَ	الـذَّهَبَ
وَالسَّاعَةُ	الشِّمَالِ
الصَّمَدُ	وَالطُّورِ
وَالظَّاهِرُ	الـنُّورِ

একাদশ অধ্যায়

শব্দমালা পাঠ

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ছাত্ররা এ অধ্যায়টি পাঠ শেষে -আল্লাহর ইচ্ছায়- নিম্নোক্ত দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারবে:

- বিশুদ্ধভাবে শব্দ, বাক্য ও রচনা পাঠ করতে পারবে।

শিক্ষকের জন্য

* **পাঠের পদ্ধতি:**

- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পাঠের ব্যাখ্যা (পৃ: ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭):

১. শিক্ষার্থী প্রথম শব্দটি পড়বে, যেমনভাবে পূর্বের পাঠগুলোতে বর্ণিত হয়েছে।

২. দ্বিতীয় শব্দটি পড়বে, যেমনভাবে পূর্বের পাঠগুলোতে বর্ণিত হয়েছে।

৩. যদি দুই শব্দের উদাহরণ হয়: তাহলে আবার পেছনে এসে একসাথে প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দ দুটি পড়বে।

৪. যদি তিন শব্দের উদাহরণ হয়: তাহলে প্রথম শব্দকে দ্বিতীয় শব্দের সাথে সংযুক্ত করবে, তারপর তৃতীয় শব্দটি পড়বে; সবশেষে আবার উদাহরণটি সম্পূর্ণ পড়বে।

৫. যদি চার শব্দের উদাহরণ হয়: তাহলে প্রথম শব্দকে দ্বিতীয় শব্দের সাথে সংযুক্ত করবে, তারপর তৃতীয়টিকে চতুর্থটির সাথে পড়বে; সবশেষে আবার উদাহরণটি সম্পূর্ণ পড়বে।

৬. উদাহরণ চার শব্দের বেশি হলেও এ নিয়মেই পড়বে। বাক্য গঠনে অর্থের দিক বিবেচনা করা হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ-

১. যদি শব্দের শেষে হরকতযুক্ত হরফের পরে মাদ আসে, আর তার পরে দ্বিতীয় শব্দে ছাকিনযুক্ত হরফ আসে: তাহলে মিলিয়ে পড়ার সময় এ দুটির প্রথমটিকে বাদ দিতে হবে।

এর উদাহরণ হল: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ» এখানে মীম হরকতযুক্ত হরফ, এর পরে -ওয়াও ও ছোয়াদ- দুটি ছাকিনযুক্ত হরফ। তাই 'ওয়াও'কে বাদ দিয়ে পড়তে হবে: «وَأَقِيمُصَّلَاةَ» আর বহুবচণের ওয়াও এর পরের আলিফ, হামযা ওয়াছলী ও লাম শামসী: এগুলো তো মিলিয়ে পড়ার সময় পড়া হয় না।

অনুরূপভাবে: «ذَا الْقُرْبَى» এখানে যাল হরকতযুক্ত হরফ, এর পরে -আলিফ ও লাম কামারী- দুটি ছাকিনযুক্ত হরফ। তাই আলিফকে বাদ দিয়ে পড়তে হবে: «ذَلْقُرْبَى» আর হামযা ওয়াছলী: সেটা তো মিলিয়ে পড়ার সময় পড়া হয় না।

1. «اللهُ» শব্দটি: এটিকে তাশদীদযুক্ত লামের পরে আলিফ ছাড়াই লেখা হয়; অধিক ব্যবহারের কারণে। তবে পড়তে হবে এভাবে «اللَّاهُ»

২. «إِلَٰهَ» শব্দটি: এটিকেও লামের পরে আলিফ ছাড়াই লেখা হয়; অধিক ব্যবহারের কারণে। তবে পড়তে হবে এভাবে «إِلَاهَ»

৩. «الرَّحْمَنِ» শব্দটি: এটিকেও মীমের পরে আলিফ ছাড়াই লেখা হয়; অধিক ব্যবহারের কারনে। তবে পড়তে হবে এভাবে «الرَّحْمَـانِ»

প্রথম পাঠ

দুই শব্দ পাঠের উদাহরণসমূহ

اللّٰهُ رَبِّـي
الْإِسْلَامُ دِينِـي
مُـحَمَّدٌ نَبِيِّـي
الْـحَـيُّ الْقَيُّومُ
الْعَزِيزُ الْـحَكِيمُ
الدِّينُ النَّصِيحَةُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً

দ্বিতীয় পাঠ

তিন শব্দ পাঠের উদাহরণসমূহ

اللّٰهُ فِـي السَّمَاءِ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَـحَافِظِينَ
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
إِنَّمَا الْـمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً

তৃতীয় পাঠ
চার শব্দ পাঠের উদাহরণসমূহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْـمَنِ الرَّحِيمِ
الْـحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأَقِيمُـوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ
وَآتِ ذَا الْقُرْبَـى حَقَّهُ

চতুর্থ পাঠ
বাক্য পাঠের উদাহরণসমূহ

وَمَا خَلَقْتُ الْـجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِـي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ
خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِـحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ

পঞ্চম পাঠ
রচনা পাঠের উদাহরণসমূহ

الْإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

الْإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

الْإِحْسَانُ: أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

দ্বাদশ অধ্যায়

মুসহাফে ব্যবহৃত চিহ্নের পরিভাষাসমূহ

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ছাত্ররা এ অধ্যায়টি পাঠ শেষে -আল্লাহর ইচ্ছায়- নিম্নোক্ত দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারবে:

- কুরআনে ব্যবহৃত কতিপয় রস্‌ম বা চিহ্নের পরিভাষা জানতে পারবে।
- উসমানী রস্‌ম ও আধুনিক লিপির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।

বিঃ দ্রঃ-

কিছু কিছু শব্দ ও হরকতে আধুনিক লিপির চেয়ে মুসহাফের লিপি ভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

শিক্ষকের জন্য

- ‘হা’-এর ছোট মাথা «بْ»: এটা বুঝায় যে, হরফটি ছাকিনযুক্ত। এটাকে সেভাবেই পড়তে হবে যেভাবে (ছাকিন-এর পাঠ)-এ বর্ণনা করা হয়েছে।
- হামযা ওয়াছলীর উপর ছোয়াদ-এর ছোট মাথা «ٱ»: এটা বুঝায় যে, হামযাটি হামযা ওয়াছলী। এটাকে পড়তে হবে যেভাবে (হামযা ওয়াছলীর পাঠ) এ বর্ণনা করা হয়েছে।
- মাদ্দ-এর চিহ্ন «ـٓ» : এটা বুঝাবার জন্য যে, মাদ্দে তাবায়ীর চেয়ে এ হরফটির মাদ্দ বেশি হবে।
- হামযার পরে আলিফ «ءا»: এটাকে পড়তে হবে «آ» এর নাম মাদ্দে বদল্। এটাকে সেভাবেই পড়তে হবে যেভাবে (মাদ্দে তাবায়ীর অধ্যায়)-এ বর্ণনা করা হয়েছে।
- বড় হরফের পর মাদ্দ-এর একটি ছোট হরফ « ـهۦ – ـهۥ – وۡ»: এটা বুঝায় যে, দুটোই একসাথে পড়তে হবে।

এটাকেও সেভাবে পড়তে হবে যেভাবে (মাদ্দে তাবায়ীর অধ্যায়)-এ বর্ণনা করা হয়েছে।
- বড় হরফের উপর ছোট আলিফ «وٰ» অথবা ছোট সীন «صۜ» : এটা বুঝায় যে, ছোট হরফটি পড়তে হবে এবং বড়টি পড়তে হবে না।
- আলিফের উপর দন্ডায়মান লম্বা বৃত্ত «ا۠»: এটা বুঝায় যে, আলিফটিকে ওয়াক্ফ করে পড়তে হবে, মিলিয়ে নয়।
- হরফে ইল্লতের উপর ঘন বৃত্ত «يْ - وْ - اْ»: এটা বুঝায় যে, হরফটি পড়তে হবে না।

- **বিঃ দ্রঃ-** উদাহরণ পড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী পূর্বের পাঠগুলোতে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেভাবে অনুসরণ করবে।
- উপকারী তথ্য: ‘ইয়া’কে তার আকৃতিসহ মুসহাফের রস্মে শব্দের শেষে দুই নুকতাবিহীন লেখা হয়েছে «ى»

‘ইয়া’ এবং ‘আলিফ মাকছূরাহ’কে পার্থক্য করতে নিচের তথ্য জরুরী:

১- যদি সেটা হরকতযুক্ত হয় যবর দ্বারা «نَسِيَ» অথবা যের দ্বারা «يُحْيِ» বা পেশ দ্বারা «الْبَغْيُ» অথবা তার উপর ‘হা’-এর ছোট মাথা থাকে «اثْنَىْ» তাহলে সেটা ‘ইয়া’।

২- আর যদি সেটা সবধরনের হরকত থেকে খালি থাকে এবং তার উপর ‘হা’-এর ছোট মাথাও না থাকে; তাহলে তার পূর্বের হরফের হরকত কী তা দেখতে হবে;

যদি তার পূর্বে যেরযুক্ত হরফ থাকে, তাহলে সেটা ‘ইয়া’, যেমন: «عِبَادِى»

আর যদি তার পূর্বের হরফ যবরযুক্ত হয়, তাহলে সেটা ‘আলিফ মাকছূরাহ’, যেমন: «الْهُدَى»

প্রথম পাঠ

ۡ

'হা'-এর ছোট মাথা

ۡ 'হা'-এর ছোট মাথার উদাহরণসমূহ

حَبۡلٌ خَلۡفٌ طَلۡعٌ

قَبۡلُ نَحۡنُ وَجۡهِ

দ্বিতীয় পাঠ

ٱ

'ছোয়াদ'-এর ছোট মাথা

ٱ 'ছোয়াদ'-এর ছোট মাথার উদাহরণসমূহ

وَٱلۡبَلَدُ وَٱلتِّينِ وَٱلشَّجَرِ

ٱلصَّيۡفِ وَٱلطَّارِقِ ٱلنَّاسِ

তৃতীয় পাঠ
মাদ-এর চিহ্ন

মাদ-এর চিহ্নের উদাহরণসমূহ

جَآءَ	ٱلضَّآلِّينَ	فِدَآءً
قُرُوٓءٍ	مَآئِدَةً	هَـٰٓؤُلَآءِ

চতুর্থ পাঠ
হামযার পরে আলিফ

হামযার পরে আলিফের উদাহরণসমূহ

মুসহাফের রস্‌ম	তার পাঠ
وَءَاتِ	وَآتِ
ءَادَمُ	آدَمُ
ءَامَنُواْ	آمَنُواْ
ٱلْقُرْءَانُ	ٱلْقُرْآنُ

পঞ্চম পাঠ

ا و ے

বড় হরফের পরে ছোট হরফ

ا ছোট আলিফের উদাহরণসমূহ

ذَٰلِكَ لَٰكِنِ مَلَٰٓئِكَةٌ

هَٰذَا وَٰعَدْنَا يَٰٓأَيُّهَا

و ছোট ওয়াও-এর উদাহরণসমূহ

بَعْدَهُۥ حَمْلُهُۥ دَاوُۥدَ

كَأَنَّهُۥ نِعْمَتَهُۥ وَعْدَهُۥ

ے ছোট ইয়া-এর উদাহরণসমূহ

دُونِهِۦ رَحْمَتِهِۦ سَبِيلِهِۦ

طَعَامِهِۦ ظَهْرِهِۦ وَرَائِهِۦ

ষষ্ঠ পাঠ: বড় হরফের উপরে ছোট আলিফ অথবা ছোট সীন

ا - س

বড় হরফের উপরে ছোট হরফের উদাহরণসমূহ

ٱلْـحَيَوٰةَ	ٱلزَّكَوٰةَ	ٱلصَّلَوٰةَ
كَمِشْكَوٰةٍ	مَوْلَىٰهُ	يَبْصُۜطُ

সপ্তম পাঠ: লম্বাভাবে দন্ডায়মান বৃত্ত

۠

লম্বাভাবে দন্ডায়মান বৃত্তের উদাহরণসমূহ

أَنَا۠	ٱلرَّسُولَا۠	ٱلسَّبِيلَا۠
ٱلظُّنُونَا۠	قَوَارِيرَا۠	لَـٰكِنَّا۠

৫ অষ্টম পাঠঃ ঘন বৃত্ত

৫ ঘন বৃত্তের উদাহরণসমূহ

أُوْلَـٰٓئِكَ	ثَمُودَاْ	قَالُواْ
مِاْئَةَ	نَبَإِىْ	يَتْلُواْ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সংখ্যাসমূহ

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ছাত্ররা এ অধ্যায়টি পাঠ শেষে -আল্লাহর ইচ্ছায়- নিম্নোক্ত দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারবে:

- সংখ্যাগুলোকে সঠিকভাবে পড়তে পারবে।

শিক্ষকের জন্য

শিক্ষার্থী নিচের পদ্ধতিতে সংখ্যাগুলো পড়বে:

ইছনাইন ২	ওয়াহেদ ১	ছিফ্‌র ০
খামসা ৫	আরবাআ ٤	ছালাছা ٣
ছামানিয়া ٨	সাবআ ٧	সিত্তা ٦
আহাদা আশারা ١١	আশারা ١٠	তিছআ ٩
আরবাআতা আশারা ١٤	ছালাছাতা আশারা ١٣	ইছনা আশারা ١٢
সাবআতা আশারা ١٧	সিত্তাতা আশারা ١٦	খামসাতা আশারা ١٥
ইশরূন ٢٠	তিছআতা আশারা ١٩	ছামানিয়াতা আশারা ١٨

সংখ্যাসমূহ

০ ০	১ ১	২ ২
৩ ৩	৪ ৪	৫ ৫
৬ ৬	৭ ৭	৮ ৮
৯ ৯	১০ ১০	১১ ১১
১২ ১২	১৩ ১৩	১৪ ১৪
১৫ ১৫	১৬ ১৬	১৭ ১৭
১৮ ১৮	১৯ ১৯	২০ ২০

সূচীপত্র

ভূমিকা:..... ৫
বইটিতে আমি যা করেছি ৬
মাদানী কায়দার বৈশিষ্ট্যাবলী ৮
মাদানী কায়দার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ৯
কারিকুলাম স্কেল ১০
প্রারম্ভিকা ১১
প্রথম অধ্যায়: আরবী বর্ণমালা ১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়: হরকত ও ছাকিনযুক্ত হরফসমূহ ২১
তৃতীয় অধ্যায়: তানভীনযুক্ত হরফসমূহ ৩৫
চতুর্থ অধ্যায়: শাদ্দাহ ও হরকতযুক্ত হরফসমূহ ৪৩
পঞ্চম অধ্যায়: শাদ্দাহ ও তানভীনযুক্ত হরফসমূহ ৫১
ষষ্ঠ অধ্যায়: হামযা কাত্ওয়ী ও হামযা ওয়াছলী ৬১
সপ্তম অধ্যায়: মাদ্দে তাবায়ী ৬৫
অষ্টম অধ্যায়: বহুবচণের ‘ওয়াও’ এর পরের ‘আলিফ’ ৬৯
নবম অধ্যায়: ‘গোল তা’ ৭৩
দশম অধ্যায়: ‘লাম কামারী’ ও ‘লাম শামসী’ ৭৭
একাদশ অধ্যায়: শব্দমালা পাঠ ৮১
দ্বাদশ অধ্যায়: মুসহাফে ব্যবহৃত চিহ্নের পরিভাষাসমূহ ৮৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়: সংখ্যাসমূহ ৯৭
সূচীপত্র: ১০০

‘তালিবুল ইল্‌ম’ প্রকাশনা ও বিতরণ সংস্থা
০০৯৬৬৫০৬০৯০৪৪৮

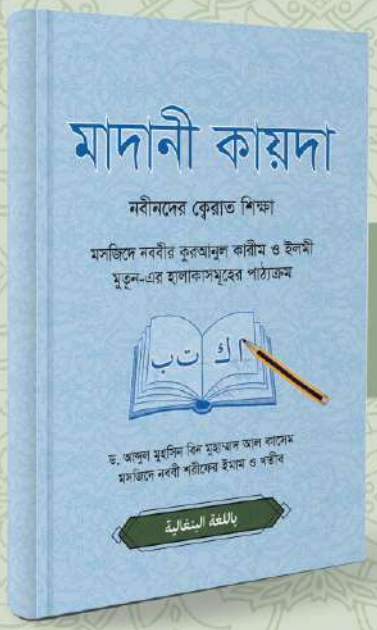

আমাদের রিলিজের

মাদানী কায়দা

- আরবি ভাষা পড়তে শেখার সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপায়।
- বড়-ছোট সকল শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত।
- সহজ পদ্ধতিতে ইলমী মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল।
- অসংখ্য সহজ উদাহরণ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।
- আধুনিক টেকনোলজির জন্য উপযুক্ত। এ্যাপ এর মাধ্যমে কুরআন শুনতে ও কেরাত বিশুদ্ধ করতে সহায়তা পাওয়া যাবে।
- লেখা শেখার জন্য শেষে রয়েছে আলাদা একটি কিতাব।
- আরো আছে কিছু দিক নির্দেশনা যা সঠিক শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের সহযোগিতা করবে।